আমাদের সময়

তারিখ ১৮ JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সুনামগঞ্জে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ●

দক্ষিণ সুনামগঞ্জের পাগলায় ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার বিকালে ওই মেয়ে গ্রামের পাশের হাওর থেকে ভেড়া নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিন বখাটে তাকে গণধর্ষণ করে। আহত অবস্থায় মেয়েটিকে প্রথমে ছাতকের কৈতক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে রাতে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কৈতক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন মেয়েটিকে ধর্ষণের আলামত মিলেছে। গতকাল রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সুনামগঞ্জ সদর সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম। এ সময় তিনি স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন এবং দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন।

ঘটনার মূল হোতা পাগলার শত্রুমর্দন গ্রামের উস্তার আলীর বখাটে ছেলে ফারুক মিয়াকে (১৮) রাতে এলাকাবাসী আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। বখাটে ফারুক এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এছাড়াও পুলিশ আরেক অভিযুক্ত সুনীল সূত্রধরের ছেলে বিশ্বজিত সূত্রধরকে (১৮) গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃত দুই যুবক ওই স্কুলছাত্রীকে তিনজন মিলে ধর্ষণ করেছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

মেয়েটির পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকালে হাওর থেকে ভেড়া নিয়ে বাড়ি ফিরছিল মেয়েটি। বাড়িতে আসার আগে পথে মেয়েটিকে জোর করে ধরে পাশের একটি ঝোপে নিয়ে যায় বখাটে ফারুক ও তার দুই সহযোগী বিশ্বজিত ও ছাতকের সেওতরপাড়া গ্রামের বাদল সূত্র ধরের ছেলে পাপলু সূত্রধর (১৮)। এরপর মেয়েটিকে পাশবিক নির্যাতন করে তারা। একপর্যায়ের মেয়েটির চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে বখাটেরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ধর্ষক ফারুক আহমদকে আটক করলেও কিছু প্রভাবশালী লোক পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলে ছাড়িয়ে নেয়। পরে আবার এলাকাবাসী আটক করে পুলিশে সোর্পদ করে।

আহত স্কুলছাত্রীর পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যা সাতটার দিকে কৈতক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানার ওসির দায়িত্বে থাকা এসআই জয়নাল আবেদীন বলেন, 'স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় থানায় রোববার দুপুর পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। শনিবার রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবক ফারুক ও বিশ্বজিতকে গ্রেপ্তার করেছে।'

সুনামগঞ্জ সদর সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম বলেন, গ্রেপ্তারকৃত দুই বখাটে ফারুক ও বিশ্বজিত ধর্ষণে তিনজন জড়িত বলে স্বীকার করেছে।